লীলাজী বলেন 'বাছা আর কাঁদ মিছে।
কষ্ট নহে জেঠী মরে কৃষ্ণ পাইয়াছে।।
সাধু সঙ্গে মধুমাখা কৃষ্ণ আলাপন।
হেন মরা ভবে বল মরে কয়জন?'
বিপ্র বলে 'তবে ওর সার্থক জীবন।
মৃতদেহ সৎকার করহ এখন।।'
গুরু বলে 'মৃতদেহ দেহ গঙ্গাজলে।'
বিপ্র দিল সাধু পদ ধৌত জলে ফেলে।।
অমনি জেঠীর দেহ হ'য়ে গেল লয়।
মৃতদেহ না দেখিয়া সকলে বিস্ময়।।
কেহ বলে 'মৃতদেহ কি হ'ল কি হ'ল?'
কেহ বলে 'পাদোদকে প্লাবিত হইল'।।
বলিতে বলিতে জল শুকাইয়া যায়।
মৃতদেহ না দেখিয়া সকলে বিস্ময়।।
বৈষ্ণবেরা বলে 'দেহ মিশে গেল নীরে।'
হরিবলে প্রেমানন্দে সবে নৃত্য করে।।
এমন সময়ে শূন্যে হ'ল দৈববাণী।
"আমি জেঠী পূর্ব্বজন্মে ছিলাম ব্রাহ্মণী।।
স্বামী নাম ছিল রাম কমল ব্রাহ্মণ।
সর্বদা করিত সাধু বৈষ্ণব সেবন।।
বড় রূপবতী আমি তখনো ছিলাম।
রূপের গৌরবে স্বামী নাহি মানিতাম।।
বৈষ্ণব সেবায় আমি ছিলাম কপট।
সর্বদা স্বামীর সঙ্গে করিতাম হট্।।
একদিন মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্ত কালে।
এক সাধু গৃহে এসে উপনীত হ'লে।।
স্বামী গিয়া বৈষ্ণবের পূজিল চরণ।
আমাকে বলিল শীঘ্র করগে রন্ধন।।
আমি বলি 'এই আমি করিনু রন্ধন।
অগ্নিতাপ আর মম না সহে এখন।।'
স্বামী সঙ্গে ক্রোধ ভরে কথোপকথন।
বৈষ্ণব সহিতে করি স্বামীকে ভর্ৎসন।।
স্বামী কহে 'সাধুসেবা জন্য টকটকি।
জন্মান্তরে নিশ্চয় হইবি টিকটিকি।।
কতদিন পরে মম হইল মরণ।
এবে জেঠীরূপে মোর জনম ধারণ।।
নানা ঠাঁই ভ্রমিয়া আইনু এই ঘরে।
দেখি এই বিপ্রসাধু সাধুসেবা করে।।
সাধু সঙ্গে নামসংকীর্ত্তন যবে হয়।
সেই প্রেমনাথ এসে লাগে মোর গায়।।
শরীর দ্রবিল মম বলে হরি! হরি!
ইচ্ছা হ'ল এই প্রেমমধ্যে পড়ে মরি।।
নাম-মন্ত্র-বীজ-রস ঢোকে ঢোকে খাই।
ইচ্ছাতে হইল ডিম্ব সঙ্গ-করি নাই।।
ইচ্ছা হ'ল সংকীর্ত্তনে পরমায়ু থাক্।
উদর হইতে মম ডিম্ব পড়ে যাক্।।
আছাড়িয়া অঙ্গ ছাড়ি পড়িনু প্রত্যক্ষে।
সে ফল পাইনু সাধুসঙ্গ কল্পবৃক্ষে।।
এই আমি সেই মুনিপত্নী যে ছিলাম।
নিজ মনসিজ বীজ কীর্ত্তনে পেলাম।।
উদকে পড়িয়া দেহ উদকে মিশিল।
ধনঞ্জয় বায়ু মোরে উর্দ্ধে আকর্ষিল।।
এবে আমি দিব্যদেহ করিয়া ধারণ।
পুষ্পরথে চড়ি করি বৈকুণ্ঠে গমন।।"
এইকথা প্রভু মুখে করিয়া শ্রবণ।
নৃত্য করে প্রভুর যতেক ভক্তগণ।।
প্রভুর ভকত এক নামেতে মঙ্গল।
কক্ষ বাদ্য করি বলে 'জয় হরিবল।।"
রামচাঁদ আর রামকুমার ভকত।
ধরণী লোটা'য়ে কাঁদে শুনি কথামৃত।।
গোবিন্দ মতুয়া করে বাহু আস্ফালন।
নৃত্য করে হরি বলে করেন রোদন।।
প্রেম সম্বরণ করি বাটীর নিম্নেতে।
নিভৃতে বসিল পরে গম্ভীর ভাবেতে।।